সংবাদ

তারিখ ... 19 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ .....

২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ

টেন্ডার জমা দেয়ার সময় বাড়াতে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের হুমকি

রাকিব উদ্দিন

বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্র দাখিলের সময় বাড়াতে এনসিটিবির চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়েছে মুদ্রণ শিল্প সমিতির কয়েকজন নেতা। তারা গত সোমবার ও গতকাল সংস্থার প্রতিনিধিদের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে গিয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের গালমন্দ করেন ও দেখে নেয়ার হুমকি দেন। এ বিষয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, হুমকিদাতা মুদ্রাকর নেতারা বিএনপি-জামায়াত সমর্থক। তারা যে কোন মূল্যে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে তৎপর।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম শাহ আলম সংবাদকে বলেন, 'আমরা সোমবার এনসিটিবিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকে হুমকি দিইনি।' তিনি বলেন, 'এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান মাহিন্দ্রাদের খপ্পরে পড়েছে। তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে বেশি সময় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সময় : বাড়াতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বইয়ের কার্যাদেশ নিচ্ছেন।' এনসিটিবি জানায়, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রায় ২৯ কোটি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় সব বই মুদ্রণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে মাদ্রাসা স্তরের ইবতেদায়ী ও দাখিলের বই ছাপতে ১০৪টি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী টেন্ডার জমাদানের শেষ সময় আগামী ২৪ জুন। কিন্তু মুদ্রাকর নেতারা দরপত্র জমা দেয়ার সময় এক সপ্তাহ বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন। এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল পাঠ্যপুস্তক ভবনে গিয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় মন্ত্রী তাদের জানান, যে কোন মূল্যে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেশের সব ছাত্রছাত্রীর হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছে দিতে হবে। কারো হুমকি-ধমকিতে ভীত হওয়া চলবে না। কাজ করতে হবে সরকারি নিয়মানুযায়ী। তিনি এনসিটিবির কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দরপত্র দাখিলের সময় বাড়ানো হবে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী সংবাদকে বলেন, 'সময় বাড়ানোর সুযোগ নেই। কারণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সারাদেশের প্রায় তিন কোটি ৭০ লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রায় ৩০ কোটি বই ছাপতে হবে। এটা বিশাল কর্মযজ্ঞ।'

শিক্ষামন্ত্রী এনসিটিবিতে এসেছেন, এমন খবর পেয়ে পাঠ্যপুস্তক ভবনে আসেন মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি ও যুবলীগ নেতা শহীদ বেরনিয়াবাত এবং একাডেমিক ও রিয়েটিভ পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওসমান গণি। তারা সংবাদ'কে বলেন, 'এনসিটিবির আগের চেয়ারম্যান (প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন) আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইবতেদায়ী দাখিলের সব বই ছাপা হবে ২০০টি প্যাকেজে। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান (প্রফেসর শফিকুর রহমান) আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই ১০৪টি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করেছেন'। তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরপত্র দাখিলের সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানোর দাবি করলে মন্ত্রী তা নাকচ করে দেন।

শহীদ বেরনিয়াবাত বলেন, 'ইবতেদায়ী অনেক প্যাকেজের বই ছাপতে প্রায় ১২ হাজার রিম কাগজের প্রয়োজন হবে। আবার অনেক প্যাকেজের বই ছাপতে ৬ হাজার রিম কাগজের প্রয়োজন হবে। এই বৈষম্যের জন্য অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। এ বিষয়ে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর শফিকুর রহমান সংবাদ'কে বলেন, 'এনসিটিবির বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত ছাড়া টেন্ডার জমা দেয়ার সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কেই মুদ্রণ শিল্পের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আগে থেকেই জানত। এখন কেন সময় বাড়ানোর দাবি?' এনসিটিবির একাধিক বোর্ড সদস্য সংবাদ'কে বলেন, 'প্রতিবারই মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা কিছু অনৈতিক ও অবাস্তব দাবি তোলেন। তাদের দাবি অনুযায়ী কাজ করলে শিক্ষার্থীরা সময়মতো নতুন বই পেতো না। তাই এবারও দরপত্র জমাদানের সময় বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই'।

মোট বইয়ের তথ্য : এনসিটিবি জানায়, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবই মুদ্রণের চূড়ান্ত সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে প্রাথমিক হিসাবে এখন পর্যন্ত মোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ কোটি ৭৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩৮ কপি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বাংলা ভার্সনের ১০ কোটি ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৭ কপি এবং ইংরেজি ভার্সনের ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৭৬০ কপি, মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ভার্সনের ৯ কোটি ৬১ লাখ ১৫ হাজার ৩৮৮ কপি এবং ইংরেজি ভার্সনের ৩ কোটি ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৪ কপি, ইংরেজি গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণ এবং প্রাইমারি বই ৩ কোটি ৯৪ লাখ ২৫ হাজার ৫৪৮ কপি, এসএসসি ভোকেশনাল এক লাখ ৬৩ হাজার ৩১০ কপি, ইবতেদায়ীর এক কোটি ৭৪ লাখ ৮৮ হাজার ২৬৭ কপি এবং দাখিল স্তরের ৮৬ লাখ ৮০ হাজার ৬৬৪ কপি বই।